

## পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ ও উমরা

হজ্জ নামাজ, রোজা ও যাকাতের ন্যায় ইসলামের একটি বিশিষ্ট রোকন এবং ফরজে আইন এবাদত। উহা সারা জীবনে একবার প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর ফরজ, যাহাকে আল্লাহ তা'য়াল্লা এই পরিমাণ সম্পদ দান করিয়াছেন যে, নিজ দেশ হইতে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত যাতায়াত করিতে সক্ষম এবং হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আপন পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করিতে সমর্থ। হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয়টি কোরআন, হাদিস, ইজমা এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

### পবিত্র কোরআন এর মাধ্যমে হজ্জ ফরজ হওয়ার প্রমাণ :-

হজ্জ ফরজ হওয়ার বর্ণনা পবিত্র কোরআন এর বিভিন্ন আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন:-

- ১। মানুষের উপর আল্লাহর এই অধিকার রহিয়াছে যে যাহারা তাঁহার ঘর (বাইতুল্লাহ শরীফ) পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ রাখে তাহারা যেন উহার হজ্জ সমাপন করে। বস্তুতঃ যাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে (তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে) নিশ্চই আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। আয়াত : ৯৭, সূরা আল-ইমরান
- ২। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। আয়াত : ১৯৬, সূরা বাকারা
- ৩। নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তা তো বক্কায় (মক্কা); তা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ। আয়াত : ৯৬-৯৭ সূরা আল-ইমরান
- ৪। মানুষের নিকট হজ্জ এর ঘোষণা করিয়া দাও, তাহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্র সমূহের পিঠে চড়িয়া তাহারা আসিবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া। আয়াত : ২৭ সূরা হজ্জ

### পবিত্র হাদীস এর বানী :

- ১। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে যাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা অবশ্যই হজ্জ পালন করিবে। মুসলিম শরীফ
- ২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথাঃ (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল- এই সাক্ষ্য প্রদান, (২) নামায কয়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযানে রোজা পালন করা। বুখারী ও মুসলিম শরীফ
- ৩। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একটি উমরা হজ্জ অপূর্ণ হইয়া হজ্জ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমুদয় গুনাহর জন্য কাফফারা স্বরূপ। আর হজ্জে মাবরুর বা মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নহে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ
- ৪। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন আমল সবচাইতে উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন। আবার জিজ্ঞাসা করা হইলঃ ইহার পর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইলঃ ইহার পর আর কোন কাজটি সবচাইতে উত্তম? জবাবে তিনি বলিলেন, 'হজ্জে মাবরুর' অর্থাৎ মকবুল হজ্জ। বুখারী ও মুসলিম শরীফ
- ৫। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করিবে এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনা এবং কোন প্রকার গুনাহর কাজে লিপ্ত হইবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ
- ৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপনের ইচ্ছা রাখে, সে যেন উহা যথাশীঘ্রই আদায় করিয়া নেয়। আবু দাউদ শরীফ